শোকের আবহ নিয়ে এলো আগস্ট

শুরু হয়েছে শোকের মাস আগস্ট। এবার এ মাসটি আমাদের মধ্যে ফিরে এসেছে এক ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। ১৯৭৫ সালের এ মাসে সেনাবাহিনীর কুচক্রী একদল ক্ষমতালিপ্সু, বিপথগামী সদস্য সপরিবারে হত্যা করে বাঙালি জাতির জনক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর থেকেই আওয়ামী লীগ ১৫ আগস্টকে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয়ভাবে ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালনের আইন প্রণয়ন করে এবং দিনটিকে সরকারি ছুটি হিসেবে ঘোষণা করে। এদিন সরকারিভাবে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখারও সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু ২০০১ সালে বিএনপি-জামাত জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর পরই ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস-রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনের সিদ্ধান্ত বাতিল করে রাজনৈতিক বিদ্বেষপূর্ণ এক সংকীর্ণ মানসিকতার পরিচয় দেয়। পতাকা বিধি পরিবর্তন করে এদিন জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার সিদ্ধান্তও বাতিল করে জোট সরকার ।

আওয়ামী লীগসহ মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের সমমনা রাজনৈতিক দলগুলো এবং দেশের সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এ নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তারা এর প্রতিবাদ করে। বিএনপি-জামাত জোট সরকারের এ সিদ্ধান্তের পর থেকে প্রতি বছর ১৫ আগস্ট ধানমণ্ডিতে বঙ্গবন্ধু ভবন, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়, সুধা সদনসহ দেশব্যাপী দলটির কার্যালয়ে এবং নেতৃবৃন্দের বাসভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়, একই সঙ্গে উত্তোলন করা হয় কালো পতাকা।

জাতির জনককে হত্যার পর তার বিচারের পথ রুদ্ধ করে তৎকালীন ক্ষমতা দখলকারী মহল ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করেছিল। এই কালো অধ্যাদেশ বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের ক্ষেত্রে একটি আইনগত জটিলতা তৈরি করে। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এই অধ্যাদেশ বাতিল করে। এর ফলে জাতির বুক থেকে এক জগদ্দল পাথর অপসারিত হয় এবং বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচারের ক্ষেত্রে আইনগত বাধাও দূর হয়। এরপর বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার প্রক্রিয়া শুরু হয়। দীর্ঘ অনিশ্চয়তার পর আদালত থেকে এই হত্যা মামলার রায় ঘোষণা করা হয়। ২০০০ সালের ৩০ এপ্রিল উচ্চ আদালত জাতির জনকের হত্যাযজ্ঞের সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে ১২ জন আসামির মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করে। কিন্তু বিএনপি-জামাত জোট সরকার ২০০১ সালে ক্ষমতায় আসার পর এই মামলা পরিচালনা তো করেইনি, বরং দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের দণ্ড কার্যকর করার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে।

এ বছর শোকাবহ আগস্ট এসেছে এমন এক সময়ে যখন সেনা সমর্থিত একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায়। এ সরকার বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত খুনি মহিউদ্দিনকে আমেরিকা থেকে দেশে ফিরিয়ে এনেছে। এখন বাকি খুনিদেরও দেশে ফিরিয়ে এনে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায় কার্যকর করার জন্য আইনি প্রক্রিয়া শুরু করার দাবি উঠেছে সঙ্গত কারণেই। আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জিলুর রহমান ১৫ আগস্টকে রাষ্ট্রীয়ভাবে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমাদের জাতির যে পরিচয়কে আমরা বিশ্বসভায় প্রতিষ্ঠা করেছিলাম তাকে কলঙ্কিত করেছে এ বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড। এ থেকে নিষ্কৃতি পেতেই হবে। শোকাবহ আগস্টে এই বোধ আমাদের তাড়িত করুক।